সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ঃ

নাম ঃ মাসুম (পাক ও পবিত্র) ইমামগণ তাদের অনুসারীদেরকে ইমাম মাহ্দী (আঃ) -এর নাম উচ্চারণ করতে বারন করেছেন। আর এ বিষয়ে এতটুকুই বলেছেন যে, আমাদের নবী (সাঃ)-এর নাম ও ডাক নামই তার নাম ও ডাক নাম[১] এবং সে পৃথিবীতে আবির্ভাব না করা পর্যন্ত তার আসল নাম উচ্চারণ করা বৈধ হবে না[২]।

উপাধি ঃ এই মহান ব্যক্তির সব থেকে পরিচিত উপাধিগুলো হচ্ছে যথাক্রমে মাহ্দী, কায়েম, হুজ্জাত ও বাকিয়াতুল্লাহ্ ।

পিতা ঃ আল্লাহ্র নূরের একাদশতম নূর হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)।

মাতা ঃ সম্মানীতা ও সম্ভ্রান্ত রমণী নারজীস। তিনি ছিলেন রোম সম্রাটের দৌহিত্রা।

জন্ম তারিখ ঃ ২৫৫ হিজরীর ১৫ই শা'বান রোজ শুক্রবার।

জন্মস্থান ঃ ইরাকের সামেরা শহরে।

বয়স ঃ এখন আরবী ১৪২৩ সন, আর তিনি আরবী ২৫৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেছেন; সে অনুযায়ী তার বয়স আনুমানিক একহাজার একশ আটষট্টি বছর চলছে। আর এভাবেই চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন চান। আর তিনি একদিন আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের অনুমতিতেই পৃথিবীতে আবির্ভাব করবেন এবং পৃথিবীকে অত্যাচার ও জুলুমের মধ্যে থেকে রক্ষা করে সমস্ত স্থানে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবেন।

ইমাম যেভাবে ভূমিষ্ঠ হলেন ঃ

ইসলামের দ্বাদশ পথপরিচালক হযরত হুজ্জাত ইবনুল হাসান আল্ মাহ্দী (আঃ) ২৫৫ হিজরীর ১৫ই সাবান (৮৬৮ খৃষ্টব্দে) শুক্রবার ভোরে ইরাকের সামেরা শহরে একাদশ ইমামের বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন [৩]।

তার পিতামাতা হচ্ছেন যথাক্রমে ইসলামের একাদশ পথ নির্দেশক হযরত ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) ও সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিতা রমনী নারজীস। যিনি সুসান ও নামেও পরিচিত। তিনি ইউসায়া'র (রোমের বাদশার ছেলে) কন্যা, সামউ'ন (সে হযরত ঈসা (আঃ) এর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি এমনই সম্মানিতা ছিলেন যে, ইমাম হাদী (আঃ)-এর বোন হাকিমা খাতুন তাকে নিজের ও তার খানদানের নেত্রী এবং নিজে তার সেবাকারী হিসাবে পরিচয় দিয়েছে [৪]।

যখন নারজীস খাতুন রোমে থাকতেন রাতে অসাধারণ স্বপ্ন দেখতেন। একবার তিনি স্বপ্নে নবী আকরাম (সাঃ) ও ঈসাকে (আঃ) দেখলেন যে, তাকে ইমাম হাসান আসকারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে

১। কামাল উদ্দিন সাদুক, খন্ড- ১, পৃঃ- ৪০৩,৪০৪,ও খন্ড- ২, পৃঃ- ৪৯,১৫৯,১৬০।

২। বিহারুল আনোয়ার, খন্ড-৫১, পৃঃ-(৩১-৩৪), কাফি, খন্ড-১, পৃঃ-(৩৩২-৩৩৩), কামাল উদ্দিন, খন্ড-২, পৃঃ-(২, ৮, ৪৯, ৩৬১, ৩৬২)। ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আসল নাম (م ح م د) উচ্চারণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, কেউ কেউ যেমন শেখ আনসারী মাকরুহ্ মনে করেন এবং তাদের আগে আরও কেউ কেউ যেমন শেখ তুসি সম্পূর্ণভাবে হারাম মনে করেন আর অন্যরা যেমন হাজী নুরী বলেন শুধু সভা ও মাহ্ফিলে উচ্চারণ করা হারাম, দেখুন (নাজমুস সাকিব, পৃঃ- ৪৮)।

৩। উসুলে কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ৫১৪।

৪। বিহার, খন্ড-৫১, পৃঃ- ১২।

আবদ্ধ করালেন। অন্য আরও একটি স্বপ্নে দেখলেন যে হযরত ফাতিমা (সাঃ)-এর দাওয়াতে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়টিকে তিনি তার পরিবারের কাছে ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে গোপন রেখেছিলেন।

তারপর মুসলমান ও রোমানদের সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় রোমের বাদশাহ্ যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওনা হল। এদিকে নারজীস খাতুন স্বপ্নের মধ্যে নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন যে, সৈন্যদের সেবা করার জন্য যে সকল দাসী বা সেবিকা যুদ্ধের ময়দানে পাঠানো হয় তাদের সাথে যেন অপরিচিতের মত একেবারে সীমান্তের কাছাকাছি সৈন্যদের যে তাবু আছে সেখানে চলে আসেন। তিনি তাই করলেন। তাদের সাথে যাওয়ার সময় এপাশের মুসলমান সীমান্ত রক্ষীরা তাদেকে বন্দী করলো। তাকেও রাজ পরিবারের বুঝতে না পেরে বা সেবিকা ভেবেই বন্দীকৃদের সাথে বাগদাদে নিয়ে গেল।

এই ঘটনাটি ইসলামের দশম পথপরিচালক ইমাম হাদী (আঃ)-এর ইমামতের শেষের দিকে ঘটেছিল[৫]। ইমাম হাদী (আঃ) রোমান ভাষায় লেখা একটি চিঠি যা তিনি নিজেই লিখেছিলেন তা তাঁর এক ভৃত্যকে দিয়ে বাগদাদে নারজীস খাতুনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইমামের সেই ভৃত্য তাকে দাসী বিক্রয়ের স্থান থেকে কিনে নিয়ে সামেরায় ইমামের কাছে পৌছাল। তিনি স্বপ্নের মধ্যে যা কিছু দেখেছিলেন ইমাম সেগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, সে একাদশ ইমামের স্ত্রী ও এমন এক সন্তানের জননী যে এই পৃথিবীর অধিকর্তা হবে। আর পৃথিবীর বুকে ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠাকারক। তারপর ইমাম হাদী (আঃ) তাকে তাঁর বোন হাকিমা খাতুনের (যিনি ইমামতের খানদানের মধ্যে সম্মানিতা মহিলা ছিলেন) হাতে তুলে দেন[৬]।

হাকিমা খাতুন যখনই ইমাম আসকারী (আঃ)-এর কাছে আসতেন তার ব্যাপারে দোয়া করতেন যে আল্লাহ্ যেন তাকে সন্তান দান করেন। তিনি বলেন ঃ একদিন ইমাম আসকারীকে দেখতে গেলাম ও আগের দোয়ারই পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বললেন ঃ যে সন্তানের জন্য দোয়া করছেন আল্লাহ্ তা আমাকে দিয়েছেন। সে আজ রাতেই দুনিয়ায় আগমন করবে [৭]।

নারজীস খাতুন এগিয়ে এসে আমার পা থেকে জুতা খুলে নেওয়ার জন্য বলল ঃ আমার সম্মানিতা মহিলা আপনার জুতোজোড়া আমাকে দিন।

---

[৫]। মাহ্দী মওউদ গ্রন্থের ভূমিকাতে ১৫২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ 'মুরুজুয যাহাব' গ্রন্থে 'মাসউদী'-এর উল্লেখিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী- ২৩৫ হিজরীতে আব্বসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কেলের পক্ষ থেকে ইমাম হাদীকে (আঃ) মদীনা থেকে সামেরাতে আনা হয়। ২৩২ সালে মদীনায় হযরত ইমাম আসকারী (আঃ)-এর জন্ম হয়। সেই সময় থেকে যেভাবে ইসলামী ইতিহাস ও খারেজী লিখছে যে, ইসলামী ও পূর্ব রোম অথবা 'বিযানস' বর্তমান তুর্কী এবং পশ্চিম রোমের (ইটালিয়া) মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। বিশেষ করে যেভাবে কামেল ইবনে আসির এবং অন্যান্য সুত্রসমূহ লিখেছে যে, ২৪০, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৩, হিজরীর বছরগুলোতে ইসলামী সৈন্য ও পূর্ব রোমের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং ঐ সময়ের মধ্যে উভয়পক্ষের বন্দী বিনিময় হয়েছে। যেভাবে 'আল আরাবু ওয়ার রূম' লেখক নাযিলিফ এবং অনুবাদ ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল হাদী সাই'রী লিখেছেন যে, ২৪৭ হিজরীতে মুসলমান ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং মুসলামদের হাতে অনেক গনিমত আসে। আর ২৪৮ সালে 'বালখাজুর' মুসলমান সেনাপতি রোমীদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের রাজ পরিবারের অনেককেই বন্দী করেন (তারিখুল আরাব ওয়ার রূম, পৃঃ- ২২৫)। ইবনে আসির ২৪৯ হিজরীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে লিখেন ঃ ওমার ইবনে আব্দুল্লাহ্ আকতা' ও জা'ফর ইবনে আলী সায়েফাহ্ার অধিনায়কত্বে মুসলমান ও রোমে মধ্যে যুদ্ধ হয়, আর সেই যুদ্ধে রোম সম্রাট অংশ গ্রহণ করে।

[৬]। বিহার, খন্ড- ৫১, পৃঃ- ৬-১১।

[৭]। বিহার, খন্ড- ৫১, পৃঃ- ২৫।

বললাম ঃ তুমিই তো আমার নয়ন মণি ও আমার কর্ত্রী। আল্লাহ্‌র কসম তোমাকে আমার জুতা খুলে নিতে বা আমার সেবা করতে দেব না। কেননা প্রকৃতপক্ষে আমিই তোমার সেবা করব বা সেবীকা।

ইমাম আসকারী (আঃ) আমার কথাটি শুনতে পেয়ে বললেন ঃ ফুফু আম্মা আল্লাহ্‌ আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কাছে থাকলাম। তারপর চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এক কানিযকে আমার পোশাক আনতে বললাম। ইমাম বললেন ঃ ফুফু আম্মা, আজ রাত আমাদের কাছে থেকে যান। কেননা আজ রাতে এমন এক শিশু ভূমিষ্ঠ হবে যে আল্লাহ্‌র কাছে অনেক সম্মানিত ও প্রিয়। যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ মৃত দুনিয়াকে আবার জীবিত করবেন।

বললাম ঃ হে আমার পথনির্দেশক! আপনি কার ভুমিষ্ঠ হওয়ার কথা বলছেন? আমিতো নারজীস খাতুনের মধ্যে গর্ভবতী থাকার কোন লক্ষণই দেখলাম না!

বললেন ঃ নারজীসের মাধ্যমেই হবে, অন্য কারো মাধ্যমে নয়।

আমি উঠে গেলাম এবং নারজীসকে দ্বিতীয় বারের মত নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। কিন্তু তার মধ্যে গর্ভবতী থাকার কোন লক্ষণই পেলাম না। ইমামের কাছে ফিরে এলাম এবং আমার পর্যবেক্ষণের কথা তাকে জানালাম। তিনি মুচকি হেসে বললেন ঃ ভোরে আপনার কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে যে, তার গর্ভে সন্তান ছিল। কেননা সে মুসা কালিমুল্লাহ্‌র মায়ের ন্যায়। সে কারণেই তার গর্ভাবস্থা বোধগম্য নয়। আর কেউ তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়কে জানতো না। কেননা ফেরউন মুসার খোজে (এজন্য যে সে দুনিয়ায় আসতে না পারে) গর্ভবতী মহিলাদের পেট ফেঁড়ে বাচ্চা বের করে মেরে ফেলেছিল। আর যে শিশু আজ রাতে জন্ম নিবে সেও মুসার মতই (ফেরাউনদের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে ফেলবে) এবং তারাও তার খোজে আছে।

হাকিমা খাতুন বলেন ঃ আমি ভোর পর্যন্ত নারজীস খাতুনের পরিচর্যায় ছিলাম। সে শান্ত হয়ে আমার পাশে ঘুমিয়ে ছিল। কোন প্রকার নড়া-চড়াও করেনি। রাতের শেষের দিকে অর্থাৎ ছুবহে্‌ সাদেকের সময় আচমকাভাবে নড়ে উঠলে আমি তাকে আমার কোলের মধ্যে নিয়ে আল্লাহ্‌র নাম পড়ে তার শরীরে ফুঁ দিলাম।

ইমাম পাশের ঘর থেকে সুরা কাদর পড়ে তার মাথায় ফুঁ দিতে বললেন। আমি তাই করলাম। নারজীসের কাছে তার শরীরের অবস্থা জানতে চাইলাম। সে বলল ঃ যা কিছু আমার মাওলা আপনাকে বলেছিল তা পরিস্কার হয়ে গেছে।

আমি ইমামের নির্দেশ অনুযায়ী সুরা কাদর পড়ে তার মাথায় ফুঁ দিতে থাকলাম। এই সময় তার পেটের শিশুটিও আমার সাথে একই সুরে সূরা পড়তে শুরু করল। আমি যতই পড়ি সেও আমার সাথে ততই পড়ে। সে আমাকে সালাম দিল। আমি দারুণভাবে চমকে উঠলাম। ইমাম পাশের ঘর থেকে আবারও বললেন ঃ আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামিনের ইচ্ছাশক্তির ব্যাপারে আশ্চর্য্য হবেন না। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আমাদেরকে (ইমামদের) ছোট অবস্থাতেই তার দর্শনের প্রতি অবগত করান আর পরিপূর্ণ বয়সে দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেন।

ইমামের কথা শেষ না হতেই নারজীস আমার পাশ থেকে উধাও হয়ে গেল। বলা যায় যেন আমার ও তার মাঝে একটি পর্দা টাঙানো হয়েছে। কেননা তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। চিৎকার দিয়ে ইমামের কাছে ছুটে গেলাম। তিনি বললেন ঃ ফুফু আম্মা ফিরে যান। তাকে অচিরেই আগের জায়গাতে দেখতে পাবেন।

ফিরে এলাম। কিছু সময় যেতে না যেতেই ঐ পর্দার প্রলেপটি আমাদের মধ্য থেকে সরে গেল। আমি নারজীসকে দেখলাম সে যেন নূরের আলোর মধ্যে ডুবে আছে। তাকে দেখতে গেলে ঐ নূরের আলোক ছটায় আমার চোখ অন্ধকার হয়ে আসলো। যে ছেলে সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে তাকেও দেখলাম, সে সেজদারত অবস্থায় আছে এবং তর্জনী উঠিয়ে বলল ঃ

(اَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ جَدِّى مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنَّ أَبِى اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ)

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয় ও তাঁর কোন শরিক নেই এবং বাস্তবিকই আমার পিতামহ মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রসুল এবং মু'মিনদের বাদশাহ্ আলী (আঃ) আমার পিতা।

তারপর একের পর এক নিজে সহ অন্যান্য ইমামগনের প্রতি সাক্ষ্য দিয়ে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ আমার প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদানের স্থান ও কালকে তরান্বীত কর, আমার কাজকে ফলাফলে পৌছাও, আমার পদচারনাকে মজবুত করে দাও এবং আমার মাধ্যমেই এই দুনিয়াতে ন্যায় ও নীতির প্রতিষ্ঠা করাও .....[৮]।

ইমামের ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর গোপন থাকার কারণ ঃ

বনি উমাইয়্যা ও বনি আব্বাসের শাসনামলের ইতিহাস, বিশেষ করে ষষ্ঠ ইমাম হযরত সাদিকের (আঃ) পর থেকে ঐ খেলাফতের খলিফারা অন্যান্য ইমামগণের ব্যাপারে স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। এ কারণে যে, সমাজে মানুষের কাছে তাদের বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আর যতই দিন যাচ্ছিল সামাজের ভিতর তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও তাদের প্রতি মানুষের ভালবাসা বেড়েই চলছিল। তাই আব্বাসীয় খলিফারা, নিজেদের খেলাফত হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় অনুভব করল। বিশেষ করে ইমাম মাহ্দীর (আঃ) খ্যাতি ছিল যে, তিনি নবীর (সাঃ) উত্তরসূরী ও মাসুম ইমামগণের বংশভূত এবং হযরত আসকারীর (আঃ) মাধ্যমে দুনিয়ায় এসে দুনিয়াকে সমস্ত প্রকার অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্ত করে ন্যায় ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা করবেন। এই কারণেই ইমাম হাসান আসকারীকে (আঃ) তারা কড়া নজরে রাখে। যেমনভাবে তাঁর দাদা ও পিতাকে তাদের (আব্বাসীয়) খেলাফতের রাজধানী সামেরাতে নিয়ে এসে কড়া নজরে রেখেছিল। আব্বাসীয়রা চেষ্টা করেছিল যে ইমাম মাহ্দীর (আঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়া বা তাঁর বেড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে, কিন্তু বিধির লেখন এটাই ছিল যে, এই শিশু জন্ম গ্রহণ করবে এবং তাদের সমস্ত প্রকার অপচেষ্টাই অনর্থক হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর জন্মকে মুসার (আঃ) মতই গোপন করে রাখলেন। শুধুমাত্র ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) অতি নিকটের কিছু সাহাবাগণ কয়েকবার ইমাম মাহ্দীকে (আঃ) তাঁর পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় দেখেছেন। ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) ইন্তেকালের সময় তিনি প্রকাশ্যে আসেন এবং তাঁর পিতার জানাযার নামায পড়ান। সে সময় সাধারণ মানুষও তাকে দেখেছিল। নামায শেষে তিনি আবার অদৃশ্য হয়ে যান।

জন্মের সময় থেকে শুরু করে তাঁর পিতার শাহাদতের সময় পর্যন্ত তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন ও পিতার নিকটতম সাহাবাগণ তাকে দেখতে সমর্থ হয়েছিল বা ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) বাড়ীতে তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে জানতো। আসলে ইমামের পদ্ধতি এমন ছিল যে, তাঁর মুল্যবান

[৮] আকমালুদ্দিন, খন্ড- ২, পৃঃ- ১০০-১০২, বিহার, খন্ড- ৫১, পৃঃ-১২-১৫।

সন্তানকে গোপন রেখে সময় ও সুযোগ মত প্রকৃত সাহাবাদেরকে ইমাম মাহ্দীর উপস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত করবেন। যার ফলে তারা অন্যান্য অনুসারীদের মধ্যে এ বিষয়টিকে পৌছে দেবে। আর তাঁর ইন্তেকালের পরে তারা পথভ্রষ্ট হবে না। উদাহারণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখিত হল ঃ

১- আহ্মাদ বিন ইসহাক যিনি শিয়াদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) প্রকৃত অনুসারী ছিল, বলেন ঃ ইমামের পরে কে তাঁর প্রতিনিধি তা জানার জন্য তাঁর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন করার আগেই তিনি বললেন ঃ ওহে আহ্মাদ! আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন যখন আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন থেকে পৃথিবীকে তাঁর প্রতিনিধি বিহীন রাখেননি এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিনিধি বিহীন রাখবেন না। পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি থাকার কারণেই পৃথিবী থেকে বালা-মুছিবত দুর হয়, বৃষ্টি আসে, বরকত বৃদ্ধি পায়।

বললাম ঃ হে রাসূলে খোদার সন্তান! আপনার পরে ইমাম বা প্রতিনিধি কে? তিনি দ্রুত গতিতে বাড়ীর ভিতরে গেলেন এবং তিন বছর বয়সের একটি শিশু যাকে দেখতে চাঁদের মত দেখাচ্ছিল ঘাড়ে করে ফিরে এসে বললেন ঃ ওহে আহ্মাদ বিন ইসহাক! যদি তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষের কাছে অতি প্রিয় না হতে তাহলে কখনই আমি তোমাকে আমার ছেলেকে দেখাতাম না। তাঁর নাম ও ডাক নাম নবীর (সাঃ) নাম ও ডাক নামের অনুরূপ। সে এমনই এক ব্যক্তি যে, এ পৃথিবীতে ন্যায় ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা করবে, তা যতই জুলুম ও অত্যাচারে ডুবে থাকুক না কেন। ওহে আহ্মাদ বিন ইসহাক! সে এই উম্মতের জন্য খিজির (আঃ) ও যুলকারণাইনের মতই। আল্লাহ্র কসম সে অদৃশ্য হবে। তাঁর অদৃশ্য থাকা অবস্থায় ধ্বংস হওয়া থেকে কেউই রেহাই পাবে না। শুধুমাত্র তাদেরকেই আল্লাহ্ তা'য়ালা সাফল্য দিবেন যারা তাকে বিশ্বাস করবে ও তাঁর ইমামতের ব্যাপারে সংশয়হীন থাকবে এবং তাঁর আবির্ভাব তরান্বিত হওয়ার ব্যাপারে দোয়া করবে।

বললাম ঃ আমার পথ নির্দেশক! এমন কোন আলামত আছে যা দেখলে আমার অন্তরে তাঁর ব্যাপারে বেশী বিশ্বাস স্থাপন হবে?

এ সময় ঐ শিশু আরবী ভাষায় আমাকে বলল ঃ ওহে আহ্মাদ বিন ইসহাক! জমিনের বুকে আমিই হচ্ছি "বাকিয়াতুল্লাহ্" -যে আল্লাহ্র শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। সুতরাং এর চেয়ে বেশী আলামত খোজার থেকে বিরত থাক .....

মরহুম সাদুক বলেন এই রেওয়ায়েতটি আলী বিন আব্দুল্লাহ্র হাতে থেকে লেখা অবস্থায় পেয়েছি। সে এই রেওয়ায়েতটি কোথা থেকে পেয়েছে জানতে চাইলে সাঈদ বিন আব্দুল্লাহ্র কাছ থেকে আহ্মাদ বিন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার কাছে উল্লেখ করল[৯]।

২- আহ্মাদ বিন হাসান বিন ইসহাক বলেন ঃ যখন পুত পবিত্র শিশু হযরত মাহ্দী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তখন আমার মাওলা আবু মুহাম্মদ হাসান আসকারীর (আঃ) পক্ষ থেকে আমার দাদা আহ্মাদ বিন ইসহাকের নিকট একটি চিঠি এসেছিল। যার মধ্যে ইমাম নিজের হাতে লিখেছিলেন ঃ আমাদের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তার জন্মের বিষয়টি গোপন থাকার প্রয়োজন আছে। কাউকে এ বিষয়ে অবহিত করবে না। আমরা এই শিশুর জন্মকে কারো কাছে বলব না শুধুমাত্র অতি নিকটের লোকজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছাড়া। তোমাকে ভালবাসী বলেই খবরটি তোমাকে দিয়েছি। যেন আল্লাহ্ তা'য়ালা এর মাধ্যমে

[৯] আকমালুদ্দিন, খন্ড- ২, পৃঃ- ৫৫-৫৭।

তোমাকে আনন্দিত করেন। যেমনভাবে আমাদেরকে আনন্দিত করেছেন। খোদা-হাফেজ[১০]।

৩- ইমামের ফুফু আম্মা হাকিমা খাতুন, ইমামের খাদেম নাসিম, আবু জা'ফার মুহাম্মদ বিন উসমান ওমারী, হুসাইন বিন হাসান আলাবী, উমারুল আহ্ওয়াযী, খাদেম আবু নাসর, কামেল বিন ইব্রাহীম, আলী বিন আ'সেম কুফী, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস আলাবী, ইসমাইল বিন আলী, ইয়াকুব বিন ইফসুফ যার্‌রাব,[১১] ইসমাইল বিন মুসা বিন জা'ফার, আলী বিন মুতাহ্হার, ইব্রাহীম বিন ইদরীস, খাদেম তারিফ [১২], আবু সাহাল নোওবাখতি[১৩], এ সকল ব্যক্তিত্ব হচ্ছে তারাই যারা ইমাম মাহ্দীর (আঃ) জন্ম গ্রহণ সম্পর্কে জানতেন বা খবর রাখতেন।

৪- জা'ফার বিন মুহাম্মদ বিন মালেক একদল শিয়াদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করে যে, ইমাম আসকারী তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ আমার পরবর্তী হুজ্জাতের কাছে প্রশ্ন করার জন্য তোমরা এসেছো।

তারা বলল ঃ হ্যাঁ, আমরা তাঁর কাছে প্রশ্ন করার জন্য এসেছি।

হঠাৎ চাঁদের মত দেখতে একটি বাচ্চা ছেলে সেখানে উপস্থিত হল। তাকে দেখতে অনেকটা ইমামের মতই লাগছিল অর্থাৎ তার চেহারা ও ইমামের চেহারাতে বেশ মিলছিল। ইমাম বললেন ঃ এই হচ্ছে আমার পরে আমার স্থলাভিষিক্ত বা তোমাদের ইমাম। তাঁর নির্দেশকে মেনে চলবে এবং তাঁর থেকে দূরে সরে যাবে না তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। জেনে রাখ! তোমরা আজ তাকে দেখার পরে আর দেখবে না, যতক্ষণ না তাঁর বয়স পরিপূর্ণ হবে। উসমান বিন সাঈদ যা কিছু বলবে তাই মেনে নিবে কেননা সে তোমাদের ইমামের প্রতিনিধি এবং কাজ-কর্ম যা কিছু আছে তা সবই তার দায়িত্বে[১৪]।

৫- ঈসা বিন মুহাম্মদ জোওহারী বলেন ঃ আমরা কয়েকজন মিলে দল বেধে ইমাম মাহ্দীর জন্মের শুভেচ্ছা জানাতে ইমাম আসকারীর (আঃ) কাছে গিয়েছিলাম। আমাদের অন্যান্য ভায়েরা আগেই আমদেরকে খবর দিয়েছিল যে, হযরত মাহ্দী শা'বান মাসের ১৫ তারিখে শুক্রবার ভোরে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। আমরা সেখানে পৌছে তাকে সালাম দেওয়ার আগেই তাকে শুভেচ্ছা জানালাম..... আর কোন প্রশ্ন করার আগেই তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে তার অন্তরে আমার সন্তান মাহ্দী কোথায় এই প্রশ্নটি ধারন করে রেখেছে। আমি তাকে আল্লাহ্র কাছে আমানত রেখেছি যেমনভাবে মুসার মা মুসাকে যখন বাক্সে ভরে নদীতে ভসিয়ে দিয়েছিল তখন তাকে আল্লাহ্র কাছে আমানত রেখেছিল এই বলে যে, তিনি যেন তাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেন[১৫]।

---

[১০] আকমালুদ্দিন, খন্ড- ২, পৃঃ- ১০৭।

[১১] আকমালুদ্দিন, খন্ড- ২, পৃঃ- ১০৪-১১৪।

[১২] এরশাদ -শেখ মুফিদ, পৃঃ- ৩৩০।

[১৩] আল কুনী ওয়াল আলকাব, খন্ড- ১, পৃঃ- ৯১।

[১৪] তিনি ইমাম-এ-জামান (আঃ) এর প্রথম প্রতিনিধি।

[১৫] ইসবাতুল হুদাত, খন্ড- ৭, পৃঃ- ২৫।